জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৫৫ তারিখঃ ২১ মার্চ ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি:

২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় কমিশন কার্যালয়ে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ড্রা বার্গ ভন লিন্ডে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসডুপুই, জার্মানির রাষ্ট্রদূত একিম ট্রয়েস্টার ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত এ্যান জেরারড ভ্যান লিউয়েন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রদূতগণ নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এসময় বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে এসকল দেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা কমিশনের মতামত জানতে চান। পাশাপাশি, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, বৈধ অবৈধ অভিবাসন, আসন্ন নির্বাচন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশনের মর্যাদা এবং ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে কমিশনের প্রতিবেদন প্রণয়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কমিশন চেয়ারম্যান বর্তমান কমিশনের অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। তিনি বলেন, ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে মানবাধিকারের সকল বিষয়ে কমিশন কাজ করছে। আসন্ন নির্বাচন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সর্বাত্মক দ্বায়িত্ব পালন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যক্টের অপপ্রচার করে জন হয়রানির বিষয়ে কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার উক্ত এ্যক্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে রিভিউ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। আমরা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে এ্যাডভোকেসি করবো। বিভিন্ন এনজিওদের রেজিস্ট্রেশন পেতে বিলম্ব হয় বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূতগণ। এ বিষয়ে কমিশন চেয়ারম্যান তাদেরকে জানান কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার সুরক্ষার নামে, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক কোন্দলের ক্ষেত্রে মিমাংসা করিয়ে দেবার মিথ্যা আশাস দিয়ে প্রতারণা করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। এধরণের কর্মকান্দের জন্য বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নামের একটি বেসরকারী ভুয়া সংস্থার বিরুদ্ধে আমাদেরকে আদালতের শরণাপন্নও হতে হয়েছে। তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার পর ও তারা বিভিন্ন জেলায় কমিটি করছে এবং তারা আমাদের কমিশনের সাথে সম্পর্ক থাকার বিষয়ে মানুষকে ভুল বুঝাতে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যাতে হয়তো একটু বিলম্ব হতে পারে।

এসময় সভায় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী আরফান আশিক এবং উপপরিচালক জনাব ফারহানা সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

ধন্যবাদান্তে,
স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ